**বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম**

# বাংলাদেশ প্রবাসী কল্যান সংস্থা

বাংলাদেশ প্রবাসী কল্যান সংস্থা এর কর্মসূচী ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষে নিম্নোক্ত সংবিধান প্রণীত হবে।

## ১ম অধ্যায়

**ধারা-১ঃ**

এই সংস্থার নাম হবে "বাংলাদেশ প্রবাসী কল্যাণ সংস্থা"।

**ধারা-২ঃ এই সংস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে-**

“প্রবাসী বাংলাদেশীদেরর পারস্পরিক সু-সম্পর্ক সৃষ্টির পাশাপাশি সুবিধা বঞ্চিত জনগনের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের মাধ্যমে মানব কল্যান মূলক কাজ করা”।

**ধারা-৩ঃ এই সংস্থার কর্মসূচী হলো-**

(ক) প্রবাসী কল্যাণ।

(খ) অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে শিক্ষা সহায়তা দেয়া।

(গ) কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি।

(ঘ) সুনাগরিকের ভূমিকায় জনসচেতনতা সৃষ্টি।

**ধারা-০৪ঃ বর্তমান ঠিকানা বা কার্যালয়ঃ**

সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয় বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা মহানগরীতে থাকবে। এ ছাড়াও বিভিন্ন শাখা কমিটি প্রয়োজনীয় সংখ্যক কার্যালয় পরিচালনা করতে পারবে।

**ধারা-০৫: সংস্থার কার্যপরিধি বা ব্যাপ্তি:**

সমগ্র বাংলাদেশীরা যেখানে আছে সেখানেই বাংলাদেশ প্রবাসীর কল্যান সংস্থার কার্যক্রম পরিচালিত হতে পারে।

**ধারা-৬:**

**স্লোগানঃ** "সেবক প্রবাসী"।

**ধারা-৭:**

**সংগঠনের লোগো/মনোগ্রামের বিবরণ:**

**ধারা-০৮: ভাষা:**

সমিতির সকল কাজের মাধ্যম হবে জাতীয় ভাষা বাংলা। এছাড়া দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজী ব্যবহৃত হবে।

**ধারা-০৯: বর্ষ গণনা:**

১ জানুয়ারী হতে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বর্ষ গণনা হবে।

**ধারা-১০: সংগঠনের ধরণ এবং বৈশিষ্ট্য:**

(ক) বাংলাদেশ প্রবাসী কল্যান সংস্থা একটি সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক, অরাজনৈতিক, অলাভজনক, স্বেচ্ছাসেবী, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, গণতান্ত্রিক এবং জনকল্যাণমুখী সংস্থা।

(খ) এ সংস্থা সাহিত্য, সংস্কৃতি, ক্রীড়া, বিনোদন ইত্যাদি সৃজনশীল কাজে সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান করবে।

(গ) প্রবাসীদের বাংলাদেশে মৌলিক চাহিদা নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে।

(ঘ) হাই-কমিশনারদের সহযোগীতার মাধ্যমে বিদেশে প্রবাসীদের বিভিন্ন ধরণের সমস্যার সমাধানে সচেষ্ট থাকবে।

(ঙ) সরকারের সহযোগীতা নিয়ে বাংলাদেশে এবং বিদেশে প্রবাসীদের বিভিন্ন ধরণের সমস্যার সমাধান নিশ্চিত করা।

(চ) এয়ারপোর্টে প্রবাসীদের লাগেজ সিকিউরিটিসহ কাস্টমস ও অন্যান্য সেক্টর যাতে হয়রানি না করতে পারে সে লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহন।

(ছ) প্রবাসীদের নিরাপদ পরিবহনের মাধ্যমে স্ব-স্ব গন্তব্যে পৌঁছানো নিশ্চিত করা।

(জ) প্রবাসী কল্যাণ সংস্থার সকল সদস্যদের মেম্বারশীপ সহ আইডি কার্ড প্রদান করা।

(ঝ) রেমিটেন্স পাঠানোর ক্ষেত্রে সকল প্রকার ফী মওকুফ করা।

(ঞ) প্রবাসীদের মৃতদেহ সরকারি ব্যবস্থায় বাংলাদেশে প্রেরন করা।

(ট) প্রবাসীদের পরিবারের সদস্যদের বাংলাদেশের সকল প্রকার নাগরিক অধিকার নিশ্চিত করা।

(ঠ) প্রত্যেক প্রবাসীদের জন্য ইনস্যুরেন্স এর ব্যবস্থা করা।

(ড) বাংলাদেশে প্রবাসীদের সকল প্রকার শুল্ক মওকুফ বিনিয়োগ নিশ্চিত করা।

(ঢ) বাংলাদেশের সকল প্রবাসীদের জন্য সকল ব্যাংকে সিঙ্গেল ডিজিট ব্যাংক ক্ষণ নিশ্চিত করা।

(ণ) প্রবাসীদের সন্তানদের বাংলাদেশে কোটা ভিত্তিক সরকারি চাকরির সুযোগ নিশ্চিত করা।

(ত) প্রবাসীদের সকল প্রকার সরকারি কাজগপত্র এবং অন্যান্য সরকারি দলিলের জন্য একটি নন-স্টপ সার্ভিস চালু করা।

(থ) প্রবাসীদের মধ্য থেকে সংরক্ষিত আসন দিতে হবে।

(দ) প্রবাসীদের জন্য একটি হাসপাতাল নির্মাণ করা।

(ধ) প্রবাসীদের জন্য ইসলামী শরিয়াহ মোতাবেক একটি ব্যাংক করা।

(ন) প্রবাসীদের জন্য সরকারী ভাতা চালু করা।

(প) প্রবাসীদের সন্তানদের জন্য বিদেশে স্কলারশীপ নিয়ে পড়াশোনার ব্যবস্থা করা।

(ফ) প্রবাসীদের জন্য একটি উন্নত নগরী গড়ে তোলা।

(ব) প্রবাসীদের সন্তানদের পড়াশোনার জন্য আধুনিক মানের স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা।

(ভ) দেশের দুর্যোগ অবস্থায় প্রবাসী কল্যান সংস্থার সকল সদস্য সরকারের পাশে থেকে কাজ করা।

(ম) সবসময় সমাজের দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী মানুষদের পাশে থাকা।

(য) বেকার ও কর্মমুখী তরুনদের শর্তসাপেক্ষে তহবিল হতে ঋণ প্রদান করবে।

(র) সামাজিক সচেতনতায়, বিভিন্নসভা সেমিনার, সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা।

(ল) অসহায় জনগোষ্ঠীর কল্যাণে কাজ করা মানবতার কাজকে এগিয়ে নেয়া।

(শ) প্রবাসী ব্যাংক প্রতিষ্টা করা।

(ষ) দেশ ও সমাজের কল্যাণে কাজ করে যাওয়া, সুন্দর সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ প্রতিষ্টা করা।

(স) গুণীজনদের সংবর্ধিত করবে।

## ২য় অধ্যায়

**ধারা-১১: অঙ্গসংগঠন:**

এই সংস্থার বিভিন্ন অঙ্গসংগঠন থাকবে। তবে এই সংস্থা অন্য কোন সংস্থার অঙ্গসংগঠন হিসেবে কাজ করবে না।

**ধারা-১২: কেন্দ্রীয় সভাপতি:**

এই সংস্থার কেন্দ্রীয় সভাপতি, ধারা-৩১ অনুযায়ী গঠিত কেন্দ্রীয় সংসদের সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে ৫ বছরের জন্য সভাপতি নির্বাচিত হবে।

**ধারা-১৩: সিনেট:**

সংস্থার সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম হিসেবে কার্যনির্বাহী সংসদের সদস্যদের প্রত্যক্ষ ভোটে ১ বছরের জন্য সিনেট নির্বাচিত হবে।

**ধারা-১৪: সাধারন সম্পাদক:**

কেন্দ্রীয় সভাপতি সিনেটের সাথে পরামর্শ করে সাধারন সম্পাদক মনোনীত করবেন। সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক সিনেটের সাথে পরামর্শ করে ২০১ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্রীয় কমিটি গঠণ করবে।

**ধারা-১৫:** কেন্দ্রীয় নির্বাহী সংসদের মোট সদস্য হবে ১০১ জন।

(ক) প্রত্যেক জেলা শাখা ও মহানগরী শাখার প্রধানগণ।

(খ) বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশীদের নিয়ে গঠিত শাখা সমূহের শাখা প্রধানগণ।

(গ) প্রত্যেক অঙ্গসংগঠন সমূহের সভাপতি ও সেক্রেটারী।

(ঘ) সমাজে বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে এরকম ব্যক্তিদের মধ্য থেকে সিনেট কর্তৃক মনোনীত ১০ জন।

(ঙ) সংস্থা পরিচালনার জন্য আর্থিক অনুদান প্রদানকারী ব্যক্তি ১০ জন।

**ধারা-১৬: শাখাসমূহ:**

সংস্থার সিনেট জেলা, মহানগরী বা সমমানের শাখা অনুমোদন করবে। শাখা সমূহের অধীনে ২ বছরের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক অধস্তন শাখা কমিটি গঠিত হবে।

**ধারা-১৭: সদস্য:**

সংস্থায় চার ধরনের সদস্য থাকবে। যথা:

(ক) প্রতিষ্টাতা সদস্য।

(খ) সাধারণ সদস্য ।

(গ) আজীবন সদস্য।

(ঘ) সম্মানিত সদস্য বা অতিথি সদস্য।

**ধারা-১৮: সদস্য হওয়ার শর্ত:**

(ক) যেহেতু আমরা স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করব, নিজ স্বার্থ হাসিল করার জন্যে অন্য কোনো সংস্থার সাথে যুক্ত হওয়া যাবে না।

(খ) কোন প্রকার ব্যক্তিগত, রাজনৈতিক, ধর্মীয় প্রভাব বিস্তার করা যাবে না।

(গ) বাংলাদেশ প্রবাসী কল্যান সংস্থার কাজে বাধা সৃষ্টি করে এমন কর্মকান্ড ঘটানো যাবে না।

(ঘ) নিজ নিজ দায়িত্ব ও সময়ের সঠিক ব্যবহার করতে হবে।

(ঙ) নিজেদের ভিতর কোন বিষয় নিয়ে গ্রুপিং করা যাবে না।

(চ) নিজেদের কোন ব্যক্তিগত সমস্যা নিয়ে টিমে প্রভাব ফেলা যাবে না।

(ছ) কোনো স্বেচ্ছাসেবক যদি অন্য কোন সংগঠনের সদস্য হয়, তবে তার প্রভাব বাংলাদেশ প্রবাসী কল্যান সংস্থায় বিস্তার করা যাবে না।

(জ) কোনো স্বেচ্ছাসেবক আইন বিরোধী কাজে লিপ্ত থাকলে, তার দায়ভার বাংলাদেশ প্রবাসী কল্যান সংস্থা অথবা অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবক গ্রহন করবে না।

(ঝ) সকল স্বেচ্ছাসেবকই একে-অপরের ভাই-বোন সমতুল্য। নিজেদের ভিতর একাত্মতা ও সু-সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে, আচার-আচারণ মার্জিত ও রুচিশীল হতে হবে।

(ঞ) নির্বাহী পরিষদ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তা সকল সদস্যকে মানতে হবে। তবে ঐ সিদ্ধান্তে যদি কোন সদস্যের কোন অভিমত থাকে, তবে সে তার অভিমত প্রকাশ করতে পারবে। যৌক্তিক হলে তা অবশ্যই ভেবে দেখা হবে।

(ট) যেকোন ইভেন্ট বা মিটিং-এ অবশ্যই সদস্যদের স্বত:স্ফুর্ত উপস্থিত হতে হবে।

(ঠ) সকলএকে-অপরের ভাই-বোন সমতুল্য হিসেবে নিজেদের ভিতর একাত্মতা ও সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে, আচার-আচারণ মার্জিত ও রুচিশীল হতে হবে।

(ড) নির্বাহী পরিষদ যে সিদ্ধান্ত গ্রহন করবে তা সকল সদস্যকে অবশ্যই মানতে হবে। তবে ঐ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যদি কোন প্রবাসী সদস্যের কোন অভিমত থাকে, তবে তিনি অভিমত প্রকাশ করতে পারবেন। যৌক্তিক প্রস্তাব অবশ্যই বিবেচ্য।

**ধারা-১৯: সদস্য/সদস্যদের অধিকার ও সুবিধা:**

আজীবন সদস্য ব্যতীত সকল সদস্য বা সদস্যদের ভোটাধিকার ও নির্বাচনে অংশগ্রহণের ক্ষমতা সংরক্ষিত থাকবে। আজীবন সদস্য বা সদস্যাগণ সংস্থার উন্নয়ন ও বৃহত্তর স্বার্থে পরামর্শদান বা নির্বাচন কমিশনের সদস্য বা সদস্যা হিসাবে কাজ করতে পারবেন।

**ধারা-২০: উপদেষ্টা পরিষদ:**

এই সংস্থার ১০১ সদস্যের একটি কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদ থাকবে এবং শাখাসমূহ প্রয়োজন মনে করলে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সদস্য নিয়ে উপদেষ্টা পরিষদ গঠন করবে।

**ধারা-২১:** কার্যকারী পরিষদের একজন সভাপতি, ৭ জন সহ-সভাপতি, একজন সাধারণ সম্পাদক, ৯ জন যুগ্ন-সম্পাদক, একজন কোষাধ্যক্ষ, ৩২ জন বিভাগীয় সম্পাদক এবং ৫০ জন সদস্য থাকবেন।

**ধারা-২২: বিভাগীয় সম্পাদক:**

(ক) সাংগঠনিক সম্পাদক ৫ জন

(খ) সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক ৫ জন

(গ) প্রচার সম্পাদক ১ জন

(ঘ) সহ-চর সম্পাদক ১ জন

(ঙ) অর্থ সম্পাদক ১ জন

(চ) সহ-অর্থ সম্পাদক ১ জন

(ছ) শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক ১ জন

(জ) সহ-শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক ১ জন

(ঝ) দপ্তর বিষয়ক সম্পাদক ১ জন

(ঞ) সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক ১ জন

(ট) সহ-সমাজ কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক ১ জন

(ঠ) পরিকল্পনা বিষয়ক সম্পাদক ১ জন

(ড) সহ-পরিকল্পনা বিষয়ক সম্পাদক ১ জন

(ঢ) তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক ১ জন

(ণ) ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক ১ জন

(ত) সহ-তথ্য ও প্রযুক্তিবিষয়ক সম্পাদক ১ জন

(থ) সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ১ জন।

(দ) সহ-সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক ১ জন

**ধারা-২৩ঃ কার্যকারী পরিষদের দায়িত্বঃ**

কার্যকরী পরিষদ সকল কাজের জন্য সাধারণ সভার নিকট দায়ী থাকবে।

**ধারা-২৪ঃ অনাস্থাঃ**

কার্যকারী পরিষদের কোন কর্মকর্তা বা সদস্যের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনতে হলে উক্ত পরিষদের এক-তৃতীয়াংশ সদস্যের স্বাক্ষরিত ও সভাপতিকে সম্বোধন করে লিখিত বিজ্ঞপ্তি পেশ করতে হবে। বিজ্ঞপ্তির ১০ (দশ) দিনের মধ্যে সভাপতি কার্যকারী পরিষদের সভা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবেন। কার্যকারী

পরিষদের দু-তৃতীয়াংশ সদস্য অভিযুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে তাঁকে বা তাঁদেরকে কার্যকরী পরিষদ হতে বহিষ্কার করতে পারবে।

**ধারা-২৫: আয়ের উৎস:**

এই সংস্থার একটি কেন্দ্রীয় তহবিল থাকবে। সদস্য ফি, সদস্যদের মাসিক চাঁদা, 'চ্যারিটি শো'র আয়, এককালীন অনুদান, সমবায় ব্যবসা হতে আয়, বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠান হতে আয় ও অন্যান্য উৎস হতে আয়ের টাকা প্রকাশনা, বিশেষ অনুদানসহ ইত্যাদি আয় এই সংস্থার আয়ের প্রধান উৎস।

**ধারা-২৬: তহবিল ব্যবস্থাপনা:**

(ক) এই সংস্থার কেন্দ্রীয় তহবিল সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক ও অর্থ সম্পাদক এর যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে।

(খ) সভাপতি ও অপর যেকোন একজনের স্বাক্ষরে অর্থ অনুমোদিত হবে।

(গ) কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত ব্যাংকে তহবিল জমা রাখা হবে।

(ঘ) ব্যাংকে গচ্ছিত তহবিলের ১৫% কখনো উঠানো যাবে না। এ টাকা উঠাতে হলে কার্যকরী পরিষদের বিশেষ সিদ্ধান্তের প্রয়োজন হবে।

(চ) যথাযথ রশিদ বই ছাড়া এবং সংস্থার অনুমতি ব্যতীত অত্র সংগঠনের নামে কোন চাঁদা গ্রহন করা যাবে না।

**ধারা-২৭: চাঁদার রসিদ বই:**

সাধারণ সম্পাদকের স্বাক্ষরযুক্ত ও সমিতির মোহরাঙ্কিত ছাপানো চাঁদা আদায়ের রসিদে সদস্যদের মাসিক বা বার্ষিক চাঁদা এবং অন্যান্য উৎস হতে দান গ্রহন করা হবে।

**ধারা-২৮: অডিট:**

কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক নিয়োজিত অডিটর দ্বারা অডিটকৃত হিসাব সাধারণ সম্পাদক  সাধারণ সভায় পেশ করবেন।

**ধারা-২৯ঃ পৃষ্ঠপোষকঃ**

সিনেট পরিষদ এই সংস্থার প্রতি দায়িত্বশীল এমন এক বা একাধিক ব্যক্তিকে পৃষ্ঠপোষক মনোনীত করবেন। কোন পৃষ্ঠপোষকের ভোটার হওয়ার অধিকার থাকবে না।

**ধারা-৩০ঃ নির্বাচনঃ**

প্রতি ২ (দুই) বছর অন্তর সাধারণ সভার বার্ষিক বৈঠকে সাধারণ সদস্যদের ভোটে সংস্থার কার্যকরী পরিষদের ১৭ জন কর্মকর্তা ও ৬ জন সদস্য নির্বাচিত হবেন।

**ধারা-৩১ঃ গঠনতন্ত্র সংশোধনঃ**

(ক) গঠনতন্ত্রের যে কোন ধারা, উপ-ধারা পরিবর্তন, সংশোধন বা সংযোজনের এখতিয়ার শুধুমাত্র সাধারণ সভার থাকবে।

(খ) এধরনের সংশোধনী আনয়নের জন্য সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের ২০ (বিশ) দিন আগে সাধারণ সম্পাদকের নিকট লিখিতভাবে সংশোধনী প্রস্তাব জমা দিতে হবে।

(গ) সংশোধনী প্রস্তাব কার্যকরী পরিষদ কতৃক সুপারিশ আকারে গৃহিত হওয়ার পর সাধারণ সম্পাদক বা তাঁর পক্ষে কোন সদস্য সেটি সাধারণ সভায় পেশ করবেন। সাধারণ সভা কতৃক দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যা গরিষ্ঠতায় অনুমোদিত হওয়ার পর উহা গঠনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হবে।

**ধারা-৩২ঃ সদস্য পদ বাতিলঃ**

(ক) যদি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন।

(খ) যদি মানসিক ভারসাম্য হারান।

(গ) যদি পর পর তিন সভায় অনুপস্থিত থাকেন বা সংস্থার কাজে নিষ্ক্রিয় ও অকর্মণ্য হয়ে পড়েন।

(ঘ) যদি সংস্থার স্বার্থের পরিপন্থী কোনো কাজ করেন বা তার স্বভাব আচরণ সমিতির পরিপন্থী হয় অথবা তহবিল তছরুপ করেন।

**(ঙ)** যদি পরপর ছয় মাসে মাসিক চাঁদা প্রদান না করেন।

(চ) মৃত্যু হলে অথবা মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটলে অথবা আর্থিক অসঙ্গতি দেখা দিলে অথবা আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত হলে।

(ছ) কোন সদস্য বা সদস্যা অত্র সংস্থায় চাকুরি গ্রহণ করলে, যে কোন আর্থিক সুবিধা গ্রহন করলে, তার সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে এবং কোন সদস্য অত্র সংস্থা হতে সম্মানী ভাতা, মুনাফা গ্রহন করলেও সেক্ষেত্রে তার সদস্যপদ বাতিল হবে।

**ধারা-৩৩ঃ সভার নিয়মাবলীঃ**

**(ক) সাধারণ সভাঃ** সংস্থার সকল সাধারণ সদস্যকে নিয়ে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। সাধারণ সভা প্রতি বছর ন্যূনতম দুইবার অনুষ্ঠিত হবে। ১৫ দিনের নোটিশে এবং মোট সদস্যদের ২/৩ (দুই-তৃতীয়াংশ) এর উপস্থিতিতে ফোরাম পূর্ণ হবে।

**(খ) কার্যনির্বাহী পরিষদ সভাঃ** কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা বছরে কমপক্ষে চারটি করতে হবে। মোট সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ এর উপস্থিতিতে ফোরাম পূর্ণ হবে। ৩ দিনের নোটিশে কার্যনির্বাহী পরিষদ সভা আহবান করতে পারবেন।

**(গ) বিশেষ অধিবেশনঃ**

যে কোন বিশেষ কারণে সাধারণ সভা ২১ দিনের নোটিশে আহ্বান করা যাবে। তবে এ সভায় বিশেষ এজেন্ডা ছাড়া অন্য কোন বিষয়ে আলোচনা ও সিদান্ত নেয়া যাবে না। বিশেষ এজেন্ডার উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধ করে যথারীতি নোটিশ প্রদান করতে হবে। মোট সদস্যের (দুই-তৃতীয়াংশ) এর উপস্থিতিতে ফোরাম পূর্ণ হবে।

**(ঘ) তলবী সভা:** কমপক্ষে মোট সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য বিশেষ সাধারণ সভা কর্মসূচীর (এজেন্ডা) বা উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে স্বাক্ষর দান করত.তলবী সভার আবেদন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের কাছে জমা দিতে পারবেন।

**(ঙ) মূলতবী সভা:**

(চ) সাধারণ সভা নির্ধারিত সময়ের সর্বোচ্চ ৩০ মিনিট বিলম্বে সভা করা যাবে অন্যথায় স্থগিত করতে হবে।

(ছ) সাধারণ সভা ফোরামের অভাবে স্থগিত করলে ৩০ দিনের মধ্যে পরবর্তী সভার নোটিশ প্রদান করতে হবে এবং ঐ সাধারণ সভা ফোরাম না হলে যতজন সদস্য বা সদস্যা উপস্থিত থাকবেন তাদের নিয়েই সভা অনুষ্ঠিত হবে, এবং তাঁদের মতামত বা সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

(জ) কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা দুইবার ফোরামের অভাবে স্থগিত হলে তৃতীয় বার উপস্থিত সদস্য বা সদস্যাদের নিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে।

**(ঝ) শূণ্যপদ পূরণ:**

কার্যনির্বাহী পরিষদের কোন পদ শূন্য হলে সাধারণ সভায় ২/৩ অংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সদস্য হতে কো-অপাট করা যাবে। নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পর তা কার্যকর হবে।

**ধারা-৩৪: আইনগত বাধ্যবাধকতা:**

অত্র গঠনতন্ত্রে যা কিছু উল্লেখ থাকুক না কেন সংঘটি ১৯৬১ সালের ৪৬ নম্বর অধ্যাদেশের আওতায় প্রচলিত আইন অনুযায়ী সকল কার্যক্রম পরিচালিত করবে। অত্র সংস্থার বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী, বার্ষিক বাজেট সহ সংস্থার বার্ষিক রিপোর্ট সকলের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করবে এবং নিবন্ধনকারী কর্তৃপক্ষকে তা নিয়মিত সরবরাহ করবে। অন্যান্য কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে কার্যকরী হবে।

**ধারা-৩৫: নির্বাচন:**

প্রতি ২(দুই) বছর অন্তর সাধারণ সভার বার্ষিক বৈঠকে সাধারণ সদস্যদের ভোটে সমিতির কার্যকরী পরিষদের ১৭ জন কর্মকর্তা ও ৬ জন সদস্য নির্বাচিত হবে।

**ধারা-৩৬: কর্মচারী নিয়োগ ও নিয়ন্ত্রণ:**

সংস্থার বিভিন্ন কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করার জন্য কার্যনির্বাহী পরিষদের সাথে আলোচনা করে সাধারণ সম্পাদক কর্মকর্তা-কর্মচারী নিযুক্ত করতে পারবে। কর্মচারীর বেতন, ভাতা ও সুবিধাদি কমিটি নির্ধারণ করবে। কর্মচারী তার দৈনন্দিন কাজকর্মের জন্য সাধারণ সম্পাদকের নিকট দায়ী থাকবে। তবে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে কর্মকর্তা বা কর্মচারী নিয়োাগ করা হবে। কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ ও কোন প্রকার ব্যাংক ড্রাফট/ পে-অর্ডার ও জামানত গ্রহন করা হবে না।

**ধারা-৩৭: সদস্য পদ বাতিল করা:**

(ক) যদি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন।

(খ) যদি মানসিক ভারসাম্য হারান।

(গ) যদি পর পর তিন সভায় অনুপস্থিত থাকেন বা সংস্থার কাজে নিষ্ক্রিয় ও অকর্মণ্য হয়ে পড়েন।

(ঘ) যদি সংস্থার স্বার্থের পরিপন্থী কোনো কাজ করেন বা তার স্বভাব আচরণ সমিতির পরিপন্থী হয় অথবা তহবিল তছরুপ করেন।

(ঙ) যদি পরপর ছয় মাস মাসিক চাঁদা প্রধান না করেন।

(চ) মৃত্যু হলে অথবা মস্তিস্ক বিকৃতি ঘটলে অথবা আর্থিক অসঙ্গতি দেখা দিলে অথবা আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত হলে।

(ছ) কোন সদস্য অত্র সংস্থায় চাকুরি গ্রহন করলে, যে কোন আর্থিক সুবিধা গ্রহন করলে, তার সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে এবং কোন সদস্য অত্র সংস্থা হতে সম্মানী ভাতা, মুনাফা গ্রহন করলেও সেক্ষেত্রে তার সদস্যপদ বাতিল হবে।

**ধারা-৩৮ঃ শাখাসমূহের দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ**

সাধারণ পরিষদ এবং কেন্দ্রীয় পরিষদ কর্তৃক গৃহীত কার্যাদি শাখা পরিষদ বাস্তবায়ন করবে। শাখা পরিষদ তাদের সকল কাজের জন্য শাখা সাধারণ পরিষদ এবং কেন্দ্রীয় পরিষদের নিকট জবাবদিহি করবে। কেন্দ্রীয় পরিষদ কর্তৃক অনুমোদন ছাড়া শাখা পরিষদ অতিরিক্ত কার্যাদি সম্পন্ন করতে পারবেন না। কেন্দ্রীয় পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত সুযোগ শাখা পরিষদ ভোগ করবে।

**ধারা-৩৯ঃ গঠনতন্ত্র সংশোধনঃ**

(ক) গঠনতন্ত্রের যে কোন ধারা, উপ-ধারা পরিবর্তন, সংশোধন বা সংযোজনের এখতিয়ার শুধুমাত্র সাধারণ সদস্যদের থাকবে।

(খ) এ ধরনের সংশোধনী আনয়নের জন্য সাধারণ সভা অনুষ্ঠানের ২০(বিশ) দিন আগে সাধারণ সম্পাদকের নিকট লিখিতভাবে সংশোধনী প্রস্তাব জমা দিতে হবে।

(গ) সংশোধনী প্রস্তাব কার্যকরী পরিষদ কতৃক সুপারিশ আকারে গৃহিত হওয়ার পর সাধারণ সম্পাদক বা তাঁর পক্ষে কোন সদস্য সেটি সাধারণ সভায় পেশ করবেন। সাধারণ সভা কতৃক দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় অনুমোদিত হওয়ার পর উহা গঠনতন্ত্রের অন্তর্ভূক্ত হবে।